বাংলাদেশ ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৪০

ডাকসুর সকল আসনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জয়লাভ

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ—ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হইয়াছে। পরিষদের প্রার্থী সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ সহ-সভাপতি এবং মুশতাক হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। সুলতান আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি এবং মুশতাক জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি।

১৩টি হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৫টি হলে এবং ছাত্রদল ২টি হলে পূর্ণ প্যানেল পাইয়াছে। অপর ৬টি হলের মধ্যে ভি,পি ও জি,এসের ৬টি পদ ছাড়া সকল পদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হইয়াছেন। ১৩টি হলে ১৫৬টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ১০১টি পদ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং ৫৫টি পদ ছাত্রদল পাইয়াছে। ইহার

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ডাকসুতে

(১ম পৃঃ পর)

মধ্যে ২৬টি ভিপি এবং জি, এসের ২৬টি পদের ১৬টি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং ১০টি ছাত্রদল পাইয়াছে। ছাত্র শিবির এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অপর ৪টি প্যানেল ডাকসু এবং হল সংসদের কোনটিতেই কোন পদ পায় নাই। পরিষদের সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ৭ হাজার ৯ শত ৪৮ ভোট পাইয়া ডাকসুর সহ-সভাপতি এবং মুশতাক হোসেন ৮ হাজার ৩৭ ভোট পাইয়া সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। ভিপি পদে ছাত্রদলের শামসুজ্জামান দুদু ৬ হাজার ৬ শত ৪০ ভোট এবং ছাত্র শিবিরের আ,ন,ম শামসুল ইসলাম ৪৩৫ ভোট পান। জি, এস, পদে ছাত্রদলের পরাজিত প্রার্থী আসাদুজ্জামান রিপন ৫ হাজার ৯ শত ৬৭ ভোট এবং শিবিরের মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ৯৮৩ ভোট পান। ডাকসুতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্বাচিত অন্য সদস্যরা হইলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক নাসির-উদ-দুজা (ছাত্র ইউনিয়ন) প্রাপ্ত ভোট ৭ হাজার ৮শত ২০। এই পদে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের খায়রুল কবীর খোকন মোট ৫ হাজার ৬ শত ৯৬ ভোট পান।

মিলনায়তন সম্পাদক মহিউদ্দিন সিদ্দিকী (ছাত্র মৈত্রী) প্রাপ্ত ভোট ৮ হাজার ১৭। এই পদে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র দলের নাজিমুদ্দিন আলম ৫ হাজার ৩ শত ৬৭ ভোট পান।

বিজ্ঞান মিলনায়তন সম্পাদক আবু আলী (ছাত্র ইউনিয়ন) প্রাপ্ত ভোট ৭ হাজার ৬ শত ৫২। এই পদে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের মেজবাহ উদ্দিন আলী ৫ হাজার ৪ শত ৭৪ ভোট পান।

ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা আকিমা সুলতানা লোপা (সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট) প্রাপ্ত ভোট ৮ হাজার ২৫। এই পদে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের শাহীন সুলতানা মঞ্জু ৫ হাজার ২শত ৫৯ ভোট পান।

সমাজসেবা সম্পাদক আবু কাওসার মোল্লা (ছাত্র লীগ সু-র) প্রাপ্ত ভোট ৭ হাজার ২ শত ৪০। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের তকদীর হোসেন মোঃ জসীম ৫ হাজার ৮ শত ৬৩ ভোট পান।

সাহিত্য সম্পাদক মুঃ ইস্তেকবাল (ছাত্রলীগ মুনা) প্রাপ্ত ভোট ৮ হাজার ৩ শত ১৭। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের শফিকুল ইসলাম শাহেদ ৪ হাজার ৯ শত ৮ ভোট পান।

ক্রীড়া সম্পাদক শফিকুল ইসলাম মানিক (নির্দলীয় প্রার্থী) প্রাপ্ত ভোট ৭ হাজার ৬ শত ৯৫। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের কায়সার হামিদ ৬ হাজার ৪ শত ৪৪ ভোট পান। সামাজিক আপ্যায়ন সম্পাদক অশোক কর্মকার (ছাত্র ইউনিয়ন) প্রাপ্ত ভোট ৭ হাজার ৯ শত ৭৯। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের মোঃ হোসেন ভুঁইয়া (মাসুদ হোসেন) ৫ হাজার ৩ শত ৯ ভোট পান।

ছাত্র পরিবহন সম্পাদক মোঃ অহিদুজ্জামান চান (জাতীয় ছাত্র লীগ)। প্রাপ্ত ভোট ৮ হাজার ১ শত ৭৫। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ রাজা ৫ হাজার ২ শত ১৮ ভোট পান। ৯টি সদস্য পদে নির্বাচিতরা হইলেন: আবু বকর মোস্তাক আলম টন্ড (প্রাপ্ত ভোট ৭৯২০), চৌধুরী আলতাফ আল আজম (প্রাপ্ত ভোট ৭৩৭৬), মোঃ নাইমুল ইসলাম জিন্নাহ (৭৫১০), মতিউর রহমান (প্রাপ্ত ভোট ৭২২৬), মাহবুবুল হক লিটু (প্রাপ্ত ভোট ৭২০৩), শফিকুল আলম বরকত (প্রাপ্ত ভোট ৭৪১৩); মোঃ আবদুর রাজ্জাক (প্রাপ্ত ভোট ৭৪৪৯), মোঃ ইয়াসিন আলপনা (প্রাপ্ত ভোট ৭৩০২) ও সৈয়দ আবু আকবর আহমেদ ইকবাল (প্রাপ্ত ভোট ৬৮৫৪)।

ডাকসুতে ২০টি পদের মধ্যে সাহিত্য সম্পাদক পদে মুঃ ইস্তেকবাল হোসেন সর্বাধিক ভোট পাইয়াছেন। ছাত্র শিবিরের মনোনীত সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী কম ভোট পাইলেও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী বেশী ভোট পাইয়াছেন। ডাকসুর নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি সুলতানের জন্ম ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী মৌলবীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে। বাবার নাম আবু ইউসুফ মোঃ ইয়াকুব। সুলতান ১৯৭৩ সালে সিলেট মুরারী চাঁদ মহাবিদ্যালয়ের এবং ১৯৭৫ সালে মদন মোহন সরকারী কলেজের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ডাকসুর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মুশতাক হোসেন এস, এস, সি ও এইচ এস, সিতে ষ্টার মার্কসহ পাস করার পর ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি একবার ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কলেজ জীবন শেষে মুশতাক ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পাস করেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা ভার্সিটির পুষ্টি বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের ছাত্র।